মুখে সে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বিদ্যুতের মত চমকাইয়া মুখ তুলিয়া জলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল,—পরমুহূর্তেই তেলের বাটিটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বেলার পানে তাকিয়ে দেখেছিস? ছোঁয়া কোথা গিয়েছে দেখ্। এদিকে তিনটে বাজে।

গম্ভীরমুখে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ীর উঠানের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পদ্ম গামছাখানা আনিয়া অনিরুদ্ধের হাতে দিয়া বলিল—বস, আমি জল এনে দিই, বাড়ীতেই চান করে নাও।

গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তাতে দেরী হবে, পদ্ম। আমি এই যাব আর আসব। পানকৌড়ির মত ডুক করে ডুবব আর উঠব। ভাত তুই বেড়ে রাখ্। বলিতে বলিতেই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম ভাত বাড়িতে গিয়া রান্নাঘরের শিকলে হাত দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ডাল-তরকারি সব তো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে! সেসব বাবুর মুখে রুচিবে কি? বাবু নয়, নবাব। যত আয় তত ব্যয়। কামার, কুমোর, নাপিত, স্বর্ণকার—ইহাদের অবশ্য খরচে বলিয়া চিরকাল বদনাম; কিন্তু উহার মত খরচে পদ্ম আর কাহাকেও দেখে নাই। ওপারের শহরে কামারশালা করিয়া খরচের বাতিক তাহার আরো বাড়িয়া গিয়াছে। এক টাকা সেরের ইলিশমাছ এ গ্রামে কে খাইয়াছে? এখন গরম একটা কিছু না করিয়া দিলে নবাব কেবল ভাতে-হাত করিয়াই উঠিয়া পড়িবে! খিড়কির ডোবাটার পাড়ে পদ্ম প্রথম আশ্বিনেই কয়েক ঝাড় পেঁয়াজ লাগাইয়াছিল, সেগুলা বেশ ঝাড়ে-গোছে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পেঁয়াজের শাক আনিয়া ভাজিয়া দিলে কেমন হয়? পদ্ম খিড়কির দিকে অগ্রসর হইয়াই লক্ষ্য করিল—দুয়ারের পাশে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সাদা কাপড়ের খানিকটা মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—গত কালের ছিরুপালের সেই বীভৎস হাসি! কয়েক পা পিছাইয়া আসিয়া সে প্রশ্ন করিল—কে? কে দাঁড়িয়ে গো?

সাড়া পাইয়া মানুষটি চকিত গতিতে ঘরে প্রবেশ করিল। পদ্ম আশ্বস্ত হইল—পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। পরমুহূর্তেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল—এ-যে ছিরুপালের বউ! বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হইবে না; এককালে সুন্দরী ছিল সে, কিন্তু এখন অকালবার্ধক্যে জীর্ণ এবং শীর্ণ। চোখে তাহার যে ক্লান্তি তত সকরুণ মিনতি। ছিরুপালের বউ বিনা ভূমিকায় দু'টি হাত জোড় করিয়া সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—ভাই, কামার বউ!

পদ্ম কোন কথা বলিতে পারিল না ; ছিরুপালের বউকে সে ভাল করিয়াই জানে, এমন ভাল মেয়ে আর হয় না। কত বড় ভাল ঘরের মেয়ে সে, তাও পদ্ম জানে। তাহার কতখানি দুঃখ তাও সে চোখে দেখিয়াছে—কানে শুনিয়াছে—ছিরু পালের প্রহার সে দূর হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে ; তদুপরি ছিরুর মায়ের গালিগালাজ সে নিত্যই শুনিতেছে।

ছিরুর বউ তাহার সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া বলিল—তোমার পায়ে ধরতে এসেছি ভাই।

দুই পা পিছাইয়া গিয়া পদ্ম বলিল—না-না-না ! সে কি !

আমার ছেলে দুটিকে তোমরা গাল দিও না, ভাই ; যে করেছে তাকে গাল দিও—কি বলব আমি তাতে !

ছিরু পালের সাতটি ছেলের মধ্যে দুইটি মাত্র অবশিষ্ট ; তাও পৈত্রিক গুপ্তব্যাধির বিষে জর্জরিত—একটি রুগ্ন, অপরটি প্রায় পঙ্গু।

সন্তানবতী নারীদের উপর বন্ধ্যা পদ্মের একটা অবচেতনগত হিংসা আছে। এই মুহূর্তে কিন্তু সে হিংসাও তাহার স্তব্ধ হইয়া গেল। সে আপনা-আপনি কেবলি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ছিরু পালের স্ত্রী বলিল—তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। চাষীর মেয়ে—আমি জানি। তুমি ভাই এই টাকা কটা রাখ—বলিয়া সে স্তম্ভিত-পদ্মের হাতে দুইখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া আবার বলিল—লুকিয়ে এসেছি ভাই, জানতে পারলে আমার আর মাথা থাকবে না—বলিয়াই সে দ্রুতপদে ফিরিল ! দরজার মুখে গিয়া সে আবার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত দু'টি জোড় করিয়া বলিল—আমার ছেলে দুটির কোন দোষ নাই ভাই। আমি হাত জোড় করে যাচ্ছি।

পরমুহূর্তে সে খিড়কির দরজার ও-পাশে অদৃশ্য হইয়া গেল। পদ্ম যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

কিছুক্ষণ পরে তাহার এই স্তম্ভিত ভাব কাটিয়া গেল অদূরবর্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। আবার একটা কোথায় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে। সকল কোলাহলের ঊর্ধ্বে একজনের গলা শোনা যাইতেছে। পদ্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল ;—অনিরুদ্ধ কি ? না, সে নয়। তবে ? ছিরুপাল ? কান পাতিয়া শুনিয়া পদ্ম বুঝিল—না, এ ছিরু পালের কণ্ঠস্বরও নয়। তবে ? সে দ্রুতপদে আসিয়া বাহিরদরজার সম্মুখে পথের উপর নামিয়া দাঁড়াইল। এবার সে স্পষ্ট

চিনিতে পারিল এ কণ্ঠস্বর এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের। পদ্ম এবার নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত দুইই হইল। মুখে খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যও দেখা দিল। হরেন্দ্র ঘোষালের মাথায় বেশ খা নকটা ছিট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামের সকলকে টেক্কা দিয়া তাহার চলা চাই। ছিরু পাল সাইকেল কিনিলে, সে সাইকেল এবং কলের গান দুইই কিনিয়া ফেলিল, টাকা যোগাড় করিল জমি বন্ধক দিয়া। ছিরু পাল নাকি রহস্য করিয়া একবার রটনা করিয়াছিল—সে এবার ঘোড়া কিনিবে। হরেন্দ্র মানরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিল—ছিরু পাল ঘোড়া কিনলে সে একটা হাতী কিনিবে। আজ আবার বামুনের কি রোখ মাথায় চাপিয়াছে কে জানে? পথে কোন একটা ছোট ছেলেও নাই যে জিজ্ঞাসা করে!

ঠিক এই সময়েই পদ্ম দেখিল অনিরুদ্ধ আসিতেছে। কাছে আসিয়া পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পদ্ম বলিল—মরণ—হাসছ কেন?

অনিরুদ্ধ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।

—যা গেল? ব্যাপারটা ব'লে তবে তো মানুষে হাসে! এত চেঁচামেচি কিসের? হ'ল কি? হরু ঠাকুর এমন চেঁচাচ্ছে কেন?

—ঠাকুরকে ভারী জব্দ করেছে। আধখানা কামিয়ে দিয়ে। আবার হাসিতে সে ভাঙিয়া পড়িল।

বহুকষ্টে হাস্য-সংবরণ করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত মহা ধূর্ত।

কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়া এতক্ষণে অনিরুদ্ধ কোনমতে কথাটা শেষ করিল। সেটা এই—তারা নাপিতও তাহাদের দেখাদেখি বলিয়াছে, ধান লইয়া গোটা বৎসর সমস্ত গ্রামের লোকের ক্ষৌরির কাজ সে করিতে পারিবে না। যাহাদের জমি নাই—হাল নাই—তাহাদের কাছে ধান পাওয়া যায় না। যাহাদের আছে তাহারাও সকলেও দেয় না। সুতরাং ধান লইয়া ক্ষৌরির কারবার ছাড়িয়া সে নগদ কারবার সুরু করিয়াছে। হরুঠাকুর কামাইতে গিয়াছিল—তারা নাপিত পয়সা চাহিয়াছিল! খানিকটা বকিয়া অবশেষে পয়সা 'দিব বলিয়াই' হরুঠাকুর কামাইতে বসে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত—একে নাপিতধূর্ত, তায় তারা। আধখানা কামিয়ে বলে—কই, পয়সা দাও ঠাকুর। হরু বলে—কাল দোব। তারাও

অমনি ক্ষুর ভাঁড় গুটিয়ে ঘরে ঢুকে বলে দিয়েছে—তা হলে আজ থাক—কাল বাকীটা কামিয়ে দেব। এই চেঁচামেচি গালাগালি—হিন্দী ফার্সী ইংরেজী। গাঁয়ের লোকেরা সব আবার জটলা পাকাচ্ছে।

অনিরুদ্ধ আবার প্রবল কৌতুকে হাসিয়া উঠিল এবং সে হাসির তোড়ে তাহার মুখের ভাত ছিটাইয়া উঠানময় হইয়া গেল।

পদ্মের খানিকটা শুচি-বাতিক আছে; তাহার হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবার কথা, কারণ সব উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আজ সে কিছুই বলিল না। অনিরুদ্ধের এত হাসিতেও সে এতক্ষণের মধ্যে একবারও হাসে নাই। কথাটা অনিরুদ্ধের অকস্মাৎ মনে হইল। সে গভীর বিস্ময়ে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তোর আজ কি হল, বল্ দেখি?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পদ্ম বলিল—ছিরু পালের বউ লুকিয়ে এসেছিল।

—কে? বিস্ময়ে অনিরুদ্ধ সচকিত হইয়া উঠিল।

—ছিরু পালের বউ গো। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কথাগুলি বলিয়া পদ্ম কাপড়ের খুঁটে বাঁধা নোট দুইখানি দেখাইল।

অনিরুদ্ধ নীরব হইয়া রহিল।

পদ্ম আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা, মায়ের প্রাণ!

অনিরুদ্ধ আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, যেন ঝাঁকি দিয়াই নিজেকে টানিয়া তুলিল; বলিল—বাবাঃ! রাজ্যের কাজ বাকী পড়ে গিয়েছে। এইবার খেয়ে দেয়ে দেড় ক্রোশ পথ ছুটতে হবে।

পদ্ম কোন কথা বলিল না। অনিরুদ্ধ হাতমুখ ধুইয়া মশলা মুখে দিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। এবং একমুখ হাসিয়া বলিল—একখানা নোট আমাকে দে দেখি!

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। অনিরুদ্ধ আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল—লোহা আর ইস্পাত কিনতে হবে পাঁচ টাকার। ছিরে সাপাকে টাকা দিতে খদ্দেরের পাঁচ টাকা ভেঙেছি। আর—

পদ্ম কোন কথা না বলিয়া একখানা নোট অনিরুদ্ধের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ কুড়াইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—আমি নিজে একটি—। মাইরি বলছি—একটি টাকার এক পয়সা বেশী খরচ করব না। কতদিন খাই নাই তুই বল্?

অর্থাৎ মদ।

তবু পদ্ম কোন কথা বলিল না। অকস্মাৎ যেন অনিরুদ্ধের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ছয়

হরু ঘোষালের আধখানা দাড়ি কামাইয়া বাকীটা রাখিয়া দেওয়ায় তারা নাপিতের যতই পরিহাস-রসিকতা প্রকাশ পাইয়া থাকুক এবং গ্রামের লোকে প্রথমটা হরু ঘোষালের সেই অর্ধনারীশ্বরবৎ রূপ দেখিয়া হাসিয়া ব্যাপারটা যতই হাস্যকর করিয়া তুলুক,—প্রতিক্রিয়ার পালাটা কিন্তু সহজ ও আদৌ হাস্যকর হইল না; অত্যন্ত ঘোরালো এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল।

হরিশ মণ্ডল প্রবীণ মাতব্বর ব্যক্তি—লোকটির সূক্ষ্ম বোধশক্তিও আছে। সে-ই প্রথম বলিল—হাসিস না তোরা, হাসির ব্যাপার এটা নয়। গাঁয়ের অবস্থাটা কি হল একবার ভেবে দেখেছিস?

সকলেই হাসির বেগের প্রবলতা খানিকটা সংবরণ করিয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিল। হরিশ গম্ভীরভাবে বলিল—ঘোর অরাজক।

ভবেশ পাল—ছিরুর কাকা—স্থূল ব্যক্তি, তবুও বুদ্ধিমত্তার ভাণ তাহার আছে, সে-ও গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে!

দেবনাথ হাসি-তামাসায় যোগ দিবার মত লোক নয়;—সে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—এ আপনারা আটকাবেন কি করে? গাঁয়ের জোটান আছে আপনাদের? ওই-কামার ছুতোরের পঞ্চাইতি আসরে ছিরু দারিক চৌধুরীর অপমান করলে, চৌধুরী উঠে চলে গেল; জগন ডাক্তার তো এলই না— উল্টে অনিরুদ্ধকে উস্কে দিলে।

ভবেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরিনাম সত্য হে! 'কলিশেষে একবর্ণ হইবে যবন'—একি আর মিথ্যা কথা বাবা? এমনি করেই ধর্ম কর্ম জাত-জরম সব যাবে।

হরিশ বলিল—ওদিকে লুটনী দাই কি বলছে জান? আমার বউমায়ের ন'মাস চলছে তো! তাই বলে পাঠিয়েছিলাম যে, রাত-বিরেতে কোথাও যদি যাস তবে আগে খবর দিয়ে যাস যেন! তা বলেছে—আমাকে কিন্তু নগদ বিদেয় করতে হবে।

গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া ভবেশ বলিল—হুঁ।

হরিশ বলিল—রাজা বিনে রাজ্যনাশ যে বলে—কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের জমিদার যে হয়েছে সে থেকেও-না-থাকা!